নলহাটি শক্তিপীঠ

নলহাটি শক্তিপীঠ:- নলাটেশ্বরী মায়ের মন্দির বহু পুরানো । স্বপ্নাদেশে এখানে পূজো শুরু হয় । ভগবান বিষ্ণুর চক্রে খন্ডিত হয়ে মা সতী দেবীর অঙ্গ এইস্থানে গুপ্ত অবস্থায় ছিলো । “এই স্থানে দেবী সতীর নলী পতিত হয়েছে ।এই স্থানে নলাটেশ্বরী দেবীরূপে অবস্থান ।

গর্ভগৃহে পাহাড়ের প্রস্তরে খোদাই করা মায়ের মুখ । মুখটি মা কালীর । সিঁদুর দিয়ে লিপ্তা মায়ের বিগ্রহ । বস্ত্র, কুঙ্কুম শোভিতা তিনি। অপূর্ব স্নিগ্ধ ভরা মায়ের মুখ । সেই রূপ দেখলে পথশ্রমের ক্লান্তি দূর হবে । সতীপীঠের অঙ্গশিলা গুপ্ত থাকে। সাধারনের এটি দর্শন করা বারণ ।

পীঠনির্ণয় তন্ত্রের মতে চতুশ্চত্বারিংশ পীঠ হল বীরভূমের নলহাটি। ভৈরব অবশ্য সর্বত্র যোগীশ নামেই উক্ত ।

" নলহাট্যাং নলাপাতো যোগীশো ভৈরবস্তুথা।
তত্র সা কালিকা দেবী সর্বসিদ্ধি প্রদায়িকা ।।"

" মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিস্কলং পরমম্ কলাং।

নলাটেশ্বরী বিশ্বমাতা চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্ ।।"

গর্ভগৃহে পাহাড়ের প্রস্তরে খোদাই করা মায়ের মুখ । মুখটি মা কালীর । সিঁদুর দিয়ে লিপ্তা মায়ের বিগ্রহ । বস্ত্র, কুঙ্কুম শোভিতা তিনি। অপূর্ব স্নিগ্ধ ভরা মায়ের মুখ । সতীপীঠের অঙ্গশিলা গুপ্ত থাকে। সাধারনের এটি দর্শন করা বারণ ।

নলাটেশ্বরী মায়ের অঙ্গশিলা উদ্ধারের সময় একটি অলৌকিক কান্ড হয় । যেটা বোধহয় অপর কোন শক্তিপীঠে হয়নি । যিনি সতীর দেহ তার সুদর্শন চক্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করেছিলেন সেই অনাদি আদি গোবিন্দের চরণ চিহ্নিত একটি শিলা পাওয়া যায় । ভগবান নারায়ণের সেই চরণ চিহ্নিত শিলা পূজিত হন এখানে দেবীর সাথে । প্রথমে ভগবান বিষ্ণুকে প্রনাম জানানোর পরই ভৈরব ও দেবীর অর্চনা হয়ে থাকে ।

Published on: Mar, 21 2023 11:20